সমকাল

তারিখ ... 04 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

নিবন্ধন করেনি ঢাবি

অনিশ্চয়তায় সাড়ে তিনশ' ডেন্টাল শিক্ষার্থী

■ রাজবংশী রায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন বেসরকারি ডেন্টাল কলেজে ব্যাচেলর অব ডেন্টাল সার্জারি (বিডিএস) কোর্সে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া সাড়ে তিনশ' শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে কলেজগুলো পাস নম্বর কমিয়ে এসব শিক্ষার্থী ভর্তি করলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনও তাদের ভর্তি অনুমোদন ও নিবন্ধন করেনি। এতে আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি তাদের প্রথম পেশাগত পরীক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও তাতে অংশ নিতে পারছেন না এসব শিক্ষার্থী। এদিকে নিবন্ধন নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না হওয়ায় ওই পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে বলে কলেজ সূত্র জানিয়েছে।

ভুক্তভোগী অন্তত ১০ শিক্ষার্থী সমকালকে বলেন, ভর্তি পরীক্ষায় পাস নম্বর ৪০ থেকে কমিয়ে ৩০ নির্ধারণ করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আদেশ জারির পর তারা ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাস নম্বর কমানোর আদেশ মানছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রেশন না হওয়ায় তারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারছেন না। তারা আশা করছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের শিক্ষাজীবন স্বাভাবিকভাবে পরিচালনার সুযোগ দেবেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ভর্তির জন্য লিখিত পরীক্ষায় পাস নম্বর ৪০ নির্ধারণ করা হয়েছিল। নির্ধারিত পাস নম্বরে ওই শিক্ষাবর্ষে বেসরকারি ২৩টি ডেন্টাল কলেজে ১৩২০ আসনের বিপরীতে মাত্র ১২১ শিক্ষার্থী ভর্তি হন। শিক্ষার্থী না পেয়ে ডেন্টাল কলেজগুলো বন্ধের উপক্রম হয়। বিষয়টি জানিয়ে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ মালিক সমিতি পাস নম্বর ২০ কমিয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ দেওয়ার দাবি জানিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন। ডেন্টাল শিক্ষার ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

অনিশ্চয়তায় সাড়ে তিনশ' ডেন্টাল

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

বিষয়টি বিবেচনা করে মন্ত্রণালয় গত বছরের ১৮ ফেব্রুয়ারি পাস নম্বর ৪০ থেকে ১০ কমিয়ে ডেন্টাল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমোদন দেয়। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে আদেশও জারি করা হয়। তবে ভর্তি পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের মধ্যে ১২০ নম্বর পাওয়া শিক্ষার্থীর ভর্তির ক্ষেত্রে আগের শর্ত অপরিবর্তিত থাকবে বলে মন্ত্রণালয়ের আদেশে উল্লেখ করা হয়।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মতিউর রহমান স্বাক্ষরিত ওই আদেশ চার বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। এরপর গত বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি ভর্তির শেষ সময়সীমা পর্যন্ত ২৩ ডেন্টাল কলেজে আরও প্রায় পাঁচশ' শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৩ ডেন্টাল কলেজে সাড়ে তিনশ' শিক্ষার্থী ভর্তি হন। এ ছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১০ ডেন্টালে কলেজে দেড়শ' শিক্ষার্থী ভর্তি হন। এই তিন বিশ্ববিদ্যালয় মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মেনে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের নিবন্ধিত করেছে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ।

পাস নম্বর কমিয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি সংক্রান্ত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চিঠি পাওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিনস কমিটি একটি সভা করে। এরপর গত বছরের ৮ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জানানো হয়, ডিনস কমিটির সভায় ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে যেসব শিক্ষার্থী ১০০ নম্বরের মধ্যে ন্যূনতম ৪০ এবং ২০০ নম্বরের মধ্যে ১২০ নম্বর পেয়েছেন, শুধু তারাই ভর্তি হতে পারবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি সুরাহা করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকসহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে গত বছর নভেম্বরে মন্ত্রণালয়ে সভা করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। ওই সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জানিয়েছিলেন, তার একার পক্ষে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীদের নিবন্ধনের বিষয়ে ডিনস কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানানো হবে। পরে ডিনস কমিটির সঙ্গে সভা করে সাড়ে তিনশ' শিক্ষার্থীর নিবন্ধনের বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি উপাচার্য। ডিনস কমিটি বিষয়টি একাডেমিক কাউন্সিলে পাঠানোর সুপারিশ করেন। এর পরই মূলত আটকে আছে সাড়ে তিনশ' শিক্ষার্থীর নিবন্ধন প্রক্রিয়া। নিবন্ধন না করায় তারা ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে অনুষ্ঠিতব্য প্রথম পেশাগত পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন না।

এ বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. দীন মো. নুরুল হক বলেন, ডেন্টাল শিক্ষাকে বাঁচাতে শুধু ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে পাস নম্বর ১০ কমিয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। মানবিক দিক বিবেচনা করে তাদের নিবন্ধিত করা উচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এসব শিক্ষার্থীকে নিবন্ধিত করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সমকালকে বলেন, ডেন্টাল কলেজে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের নিবন্ধনের বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা চলছে। আলাপ-আলোচনার করে সবার মতামতের ভিত্তিতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ২৯ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষার বিষয়ে তিনি জানান, আগে তো নিবন্ধন হতে হবে, পরীক্ষা তো তারপর।